NETAJI MAHAVIDYALAYA IN 75 YEARS : MEMORABILIA

(৭৫ বছরে নেতাজী মহাবিদ্যালয় ঃ স্মরণিকা)

NETAJI MAHAVIDYALAYA : 1948-2023

PLATINUM JUBILEE

NETAJI MAHAVIDYALAYA IN 75 YEARS : MEMORABILIA

Copyright Netaji Mahavidyalaya

First Edition
Published on : 31/07/2023

Published by :
Dr. Asim Kuamr De
on behalf of
The Platinum Jubilee Steering Committee
Netaji Mahavidyalaya
2023-24

Memorabilia Volume Editorial Board :
Dr. Gopal Chandra Sinha
Dr. Basudeb Adhikary
Dr. Biswanath Garai
Prof. Uday Kumar Nandi
Dr. Amit S. Tewary
Dr. Jiban Kumar Pal
Dr. Archan Chattopadhyay

Members :
Dr. Sumantra Dutta
Dr. Tilak Nath Ghosh
Sri Sanjay Karak
Dr. Smita Satpathi
Dr. Sujit Paramanik
Dr. Tirthankar Mallick
Prof. Jahangir Kabir Mandal
Sri Pijush Bera
Sri Susanta Kundu
Sri Vivekananda Karkar

Printed & Composed by :
Barnamala
Arambagh, Hooghly

ISBN - 978-93-5906-315-7

Appropriation Cost : Rs. 500/-

যাঁরা এই শিক্ষাঙ্গনটিকে স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে জাতীয় পরিচিতি দিয়েছেন, যাঁদের নিরলস, নির্মোহ প্রচেষ্টায় ১৯৪৮ সালে প্রোথিত চারাগাছটি মহীরূহে পরিণত হয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শতসহস্র বিদ্যার্থীকে স্নিগ্ধ-শীতল ছায়াদান করে উচ্চশিক্ষা লাভ এবং মানুষের মতো মানুষ হওয়ার লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সুনির্দেশনা দিয়ে চলেছেন, তাঁদের শ্রীচরণে ...

"I confess I am a dreamer. I have always been a dreamer even when I was a child. The progress of the world has depended and their dreams - not dreams of exploitation and aggrandisement and prepetuating injustice, but dreams, of progress, happiness for the widest masses, liberty and independence for all nations.

I have been a dreamer of dreams. But the dream of all my dreams, the dearest dream of my life, has been the dream of freedom of India. They think it is a discredit to be a dreamer. I take pride in being one. They do not like my dreams, but that is nothing new.

If I did not dreams of India's freedom, I would have accepted the chains of slavery as something eternal.

The real curx of the question is, can my dreams become realities? I submit they have increasingly become realities. The army is one such dream come true.

No, I do not mind being a dreamer."

Subhas Chandra Bose

27th September, 1944

"Dream is not that
which you see while sleeping
it is something
that does not let you sleep."

A.P.J. Abdul Kalam

Press Secretary
to the Governor of West Bengal

RAJ BHAVAN,
KOLKATA – 700 062
Telephone No. : 2200-1641
Ext. 356, Fax : 2200-2222
e-mail : press.sec.gov@gmail.com

No. 1642- G

তা-- 11/9/23

MESSAGE

His Excellency the Governor of West Bengal is delighted to learn that Netaji Mahavidyalaya, Arambagh, Hooghl is celebrating its Platinum Jubilee .

Over the last Seventy-five years, Netaji Mahavidyalaya has played a pivotal role in shaping the educational landscape of the state. Through its unwaving commitment to the cause of education, the College has consistently nurtured and honed the talents of its students, preparing them to take the challenges of the world with confidence.

The Hon'ble Governor commends the faculty, administration, staff and students of the college who have dedicated their careers to providing a nurturing and inspiring environment for students to thrive.

(Sekhar Banerjee)

Dr. A.K.De
Principal
Nataji Mahavidyalay
Arambagh, Hooghly

Prof. (Dr) Ashis Kr. Panigrahi, Ph.D, D.Sc.
FZS (Cal), FZSI, FGESA, FNAS
Pro Vice-Chancellor (Admin.& Academic)
Recipient of VRP Sinha Gold Medal,
GK.Kulkarni Gold Medal, e.mail : provc@buruniv.ac.in
Bharat ShikshaRatan Award and
Life Time Achievement Award for
Teaching & Research

THE UNIVERSITY OF BURDWAN
RAJBATI, BURDWAN,
Pin 713 104, INDIA
Ph. No. 0342 – 2634200 Extn. 277
Website : http.www.buruniv.ac.in
Mobile : 8820467268/7980174362

Message

I am very much delighted to know that NetajiMahavidyalaya, Arambagh, Hooghly is going to celebrate Platinum Jubilee and publish their Souvenir entitled Netaji Mahavidyalaya in 75 years: Memorabilia. It gives me immense pleasure to say that this Souvenir is published through noble initiative of the college administration, faculties and students. Approx 5000 students at present are receiving their academic knowledge and 24 number of courses are being taught here with talented faculties. The College has a proud corner with its alumnis holding prestigious rank of NASA Scientist, JNU Professors, Vice-Chancellor which are an includable part of the Souvenir. The last but not the least of the pride of this Institution is that Founder Member of this College, Dr. Radhakrishna Pal, was an associate of great freedom fighter Netaji Subhas Chandra Bose.

The effort of this Souvenir is to highlight at a glance of this Institution through organised literal pieces contributed from the students and faculty members. I think all these write ups will enrich this college souvenir and it will be accepted by readers from different corners.

I wish a grand success of the Platinum Jubilee observing by this College along with the release of their College Souvenir.

AKPanigrahi

Prof.(Dr) Ashis Kumar Panigrahi

Pro Vice-Chancellor
The University of Burdwan

To
The Principal
NetajiMahavidyalaya, Arambagh, Hooghly

*Prof (Dr)Panigrahi is in charge of the Vice-Chancellor of the University of Burdwan,that hon'ble post lying vacant right now.

Dr. Sujit Kumar Chowdhury
REGISTRAR

THE UNIVERSITY OF BURDWAN
RAJBATI, BURDWAN-713104
WEST BENGAL, INDIA.

Dated, June 28, 2023

MESSAGE

I feel extremely happy to learn that the Netaji Mahavidyalaya, Arambagh, Hooghly, is going to publish a Souvenir entitled **Netaji Mahavidyalaya in 75 Years Memorabilia** on the occasion of the Platinum Jubilee Celebration of Netaji Mahavidyalaya, Arambagh, Hooghly

I hope, this endeavour will provide a clear cut understanding and knowledge of all the topics and also will fetch an opportunity to look at new horizons of knowledge and widen the scope of learning for the young generation particularly the students and teachers.

I appreciate and encourage your great effort and I am confident that the said matters mentioned above will prove more useful to the teachers as well as students.

On the occasion, I convey my warm wishes to the teachers and students of your College.

Dr Anindya Jyoti Pal
Controller of Examinations

THE UNIVERSITY OF BURDWAN
Rajbati, Burdwan-713104, West Bengal
Ph. +91-342-2634975 (EPABX) Extn. 233, 240
E-mail : ce@buruniv.ac.in

তারিখ : জুলাই ০৬, ২০২৩

শুভেচ্ছাবার্তা

অন্তরসত্তা ও পরিবেশের মধ্যে নিয়ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষের অন্তরসত্তায় যে সক্রিয় ও সচেতন ক্রমবিবর্তন ঘটে ব্যাপক অর্থে তাই হল শিক্ষা। নেতাজী মহাবিদ্যালয় (আরামবাগ, হুগলি) হল আমাদের বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ একটি মহাবিদ্যালয়। এই উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তার প্লাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠান পালন করছে জেনে যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি। স্বাধীনতার পরবর্তী বছরে যাত্রা শুরু করে এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে গৌরবের পঁচাত্তরতম বছরে পদার্পণ করেছে। অর্থাৎ ৭৫ বছর ধরে গ্রামবাংলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মানুষকে পরিবর্তনশীল সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলার কাজটি জারি রেখেছে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে।

আমাদের বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক ক্যাম্পাসে ঢোকার মুখে একটি নজরকাড়া শ্লোক লেখা আছে। শ্লোকটি হল 'সা বিদ্যা য়া বিমুক্তয়ে'। এর অর্থ হল 'বিদ্যা মুক্তি আনে' যার ইংরেজি তরজমা করলে দাঁড়ায় 'Learning leads to emancipation'. কথাটি আমাদের জীবনে অমোঘ সত্য। হ্যাঁ, বিদ্যাই মুক্তি আনে। জীবনে মুক্তির অন্যতম পথ হল বিদ্যা অর্জন। কথাটি সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জীবনের মূল মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। শুধু নিজেদের জীবন গড়ে তোলাই নয়, কৃতী ছাত্রছাত্রীরাই দেশের ভাবীকালের সম্পদ। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, মানবিকবিদ্যা, শিল্প, সংস্কৃতিতে তারাই দেশকে সমৃদ্ধ করেছে, সমৃদ্ধ করছে এবং অনাগত ভবিষ্যতেও তা করবে।

মানুষগড়ার এই কাজটিই নেতাজী মহাবিদ্যালয় করে চলেছে দীর্ঘ ৭৫ বছর ধরে। আগামীতেও সাফল্যের এই ধারাটি অব্যাহত থাকবে আশা রাখি। একই সঙ্গে প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

অনিন্দ্য জ্যোতি পাল
(ড. অনিন্দ্যজ্যোতি পাল)
পরীক্ষা সমূহের নিয়ামক
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতি
ড. এ.কে. দে
মাননীয় অধ্যক্ষ
নেতাজী মহাবিদ্যালয়
আরামবাগ, হুগলি

Samir Bhandari
Chairman
Arambagh Municipality

Ref..................................

Date..06/07/2023.....

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের অদ্বিতীয় ইন্দ্রের নামে নামাঙ্কিত মহাবিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জুবিলীর উদযাপন বর্ষে প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে আমি গর্বিত। নেতাজি মহাবিদ্যালয় আমাদের পৌরসভার অহংকার। সেদিনের সেই ছোট্ট চারাগাছের আজ মহীরুহের বিস্তারে আমরা আনন্দিত। আমাদের গৌরবের অন্যতম প্রানকেন্দ্রের সার্বিক উন্নতি এবং সফলতার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আমি জেনে আনন্দিত হলাম মহাবিদ্যালয়টির বর্ষব্যাপী ৭৫ বছর পূর্তির যে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হতে চলেছে আগামী ৩১.০৭.২৩ তারিখে, সেই অনুষ্ঠানে ***NETAJI MAHAVIDYALAYA IN 75 YEARS: MEMORABILIA*** নামী একখানি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে চলেছে। এই মহাবিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা, সকল অহরজনের শুভকামনার পাশাপাশি আমি এই স্মরণিকাটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি যাতে প্রতিষ্ঠানটির স্মৃতি আমাদের সকলের মনে চির-জাগরুক থাকে।

সমীর ভাণ্ডারী

সভাপতি
আরামবাগ পৌরসভা
Chairman
Arambagh Municipality

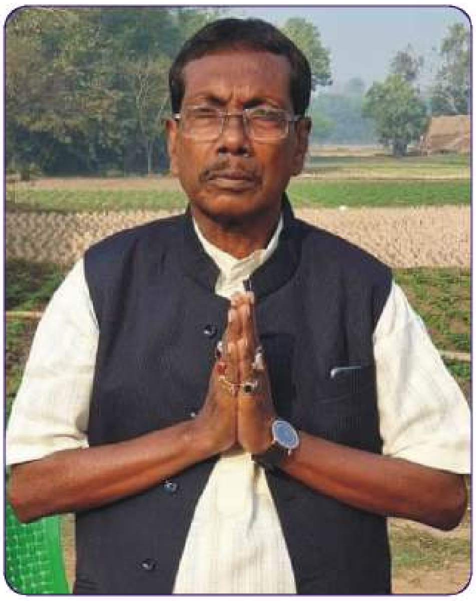

কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতির কলমে

নেতাজী মহাবিদ্যালয় আগামী ২০২৩ এর ৩১শে জুলাই ৭৫ বর্ষ উত্তীর্ণ করছে 'প্লাটিনাম জুবিলি বর্ষ' রূপে। আমি গর্বিত, আমি ধন্য এই মুহূর্তে পরিচালন সমিতির সভাপতি রূপে অধিষ্ঠিত থাকার সুবাদে।

যতদূর জানি ১৯৪৮ সালের ১লা আগস্ট দেশপ্রেমিক নেতাজীর সম্মানে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের আত্মপ্রকাশ যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রয়াত শ্রদ্ধেয় গোঘাট থানার রতনপুর নিবাসী ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল মহাশয়। সহযোগিতায় প্রয়াত শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গ ঁসত্যেন্দ্রনারায়ণ আঢ্য, ঁফকিরচন্দ্র পাল, ঁহরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ঁপ্রসাদ বল্লভ, ঁশরৎচন্দ্র বাড়ুই - আজ আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে ওনাদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে আমি মহাবিদ্যালয়ে বি. এসসি (বিশুদ্ধ বিজ্ঞান) তে ভর্তি হই। সেই সময় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র মাল মহাশয়। অন্যান্য শিক্ষাগুরু অধ্যাপকবৃন্দদের স্মরণ করি স্বর্গীয় পীযূষকান্তি পাল, স্বর্গীয় নিশিথ ভকত চৌধুরী, স্বর্গীয় গণেশচন্দ্র হাটুই, স্বর্গীয় অম্বুজ বসু। প্রয়াত শিক্ষাগুরুদের বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা জানাই। ১৯৭৪ সালে প্রাক্তনী হিসাবে পরিচিত হই।

ইতিপূর্বে মহাবিদ্যালয়ের নামটি ছিল কিন্তু বর্তমান কলেবর ছিল না। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ / অধ্যক্ষদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের নামের সার্থকতা সর্বজনবিদিত। ২০১১ সালে বিধায়ক হওয়ার পর শ্রদ্ধেয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর স্নেহধন্য হিসাবে পরিচালন সমিতির সভাপতি পদে আসীন হয়ে অদ্যাবধি দায়িত্ব পালন করে চলেছি। এক্ষেত্রে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ, শিক্ষাকর্মীগণ ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। দৃশ্যমানে ধন্যবাদ জানাই অধ্যক্ষ ড. অসীম কুমার দে, উপাধ্যক্ষ ড. বিশ্বনাথ গরাই, অধ্যাপক ড. অমিত এস. তেওয়ারি, অধ্যাপক উদয় কুমার নন্দী প্রমুখ মহোদয়কে। পঠন-পাঠন ও অন্যান্য বিষয়ে যাঁদের একাত্মচিত্তে সুনামের উচ্চশিখরে মহাবিদ্যালয় অধিষ্ঠিত, তাঁরা, যাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ, সকলের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, সাফল্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

প্লাটিনাম জুবিলি বর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে মহাবিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় পুনর্মিলন অনুষ্ঠান প্রশংসিত। যোগদানকারী প্রাক্তনীদের অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

লিখনে ভুলত্রুটি মার্জনা চেয়ে মহাবিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জুবিলি উপলক্ষ্যে সমস্ত বিষয়ের সাফল্য কামনা করছি তৎসহ উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির।

শুভার্থী

সভাপতি
পরিচালন সমিতি
নেতাজী মহাবিদ্যালয়
আরামবাগ

অধ্যক্ষের কলমে

ভারতবর্ষ সবেমাত্র স্বাধীন হয়েছে, তার এক বছরের মধ্যেই নেতাজী মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কলেজের রেকর্ড থেকে জানতে পারলাম দিনটা ছিল ১৯৪৮ সালের ১লা আগস্ট। আরো জানা যায় যে, এই অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে উচ্চতর শিক্ষা সহজলভ্য করার জন্য অনেক শিক্ষা অনুরাগী মানুষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। স্বর্গীয় ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল, স্বর্গীয় হরিশংকর মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনারায়ণ আঢ্য, স্বর্গীয় ফকিরচন্দ্র পাল, মূলতঃ এনাদের উদ্যোগেই গড়ে ওঠে আমাদের প্রিয় কলেজ "নেতাজী মহাবিদ্যালয়"। এছাড়াও কলেজের নথিপত্র থেকে জানা যায় আঢ্য, বল্লভ, কুণ্ডু, নন্দী - এই চারটি প্রধান পরিবার ছাড়াও এই অঞ্চলের বেশ কিছু বাসিন্দা কলেজকে প্রাথমিক পর্বে জমি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। আজ এই পূণ্যলগ্নে আমি কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের ত্যাগ, উদ্যম এবং ভবিষ্যতে মানব সম্পদ তৈরির পীঠস্থান গড়ে তোলার অসামান্য অবদানকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি।

শুরু থেকেই নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের চলার পথ খুব মসৃণ ছিল না, কত উত্থান-পতন, রাজনৈতিক লড়াই, কলেজ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে লড়াই, শিক্ষকদের বিভিন্ন মতবাদ সত্ত্বেও শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। অর্থের অভাব, শ্রেণী কক্ষের অভাব, গ্রন্থাগারে পাঠ্য বইয়ের অভাব থাকা সত্ত্বেও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের যে বুনিয়াদের উপর জ্ঞানচর্চা বা তার বিকাশ লাভ হয়ে থাকে তা কিন্তু বহাল ছিল।

এই মহাবিদ্যালয় অনেক ভালো ছাত্র-ছাত্রী তৈরি করেছে, যারা দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এইরকম কিছু ভালো ছাত্র-ছাত্রী নিজের মহাবিদ্যালয়েই শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছে। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র যদি পরবর্তী সময়ে যোগ্যতা অর্জন করে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে, তার কাছ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেক কিছু আশা করে। নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রই এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। শুধু শিক্ষক কেন, প্রশাসক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক মানুষ এই কলেজে শিক্ষক হিসাবে এসেছেন এবং পরবর্তীকালে আরামবাগেই রয়ে গেছেন, আবার কেউ অবসর নেওয়ার পর ফিরে গেছেন। তাঁদের অনলস পরিশ্রম, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি শিক্ষাকর্মীদের দায়িত্ব পালন এবং সর্বোপরি ছাত্র ও অভিভাবকদের সহযোগিতা এই কলেজটিকে মহকুমার আদর্শ কলেজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

যতদূর জানা যায়, ৯৩ জন ছাত্র, ৯ জন শিক্ষক এবং ৩ জন শিক্ষাকর্মীকে নিয়ে এই কলেজের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তারপর দীর্ঘ ৭৫ বছর ধরে তার অগ্রগতি অব্যাহত এবং এই মহকুমার সর্ববৃহৎ কলেজ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। শুধু যে কলেবরে বৃদ্ধি হয়েছে তা নয়, ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতামুলক পরীক্ষার রেজাল্ট আমাদের কলেজের মুখ উজ্জ্বল করেছে। শুধু তাই নয়, আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে গিয়েও তাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। তৎকালীন সময়ে কলেজের ঘর-বাড়ি হয়তো যথেষ্ট ছিল না, কিন্তু শিক্ষকদের পাঠদান, কলেজে অধিক সময় দিয়ে বিদ্যাচর্চা করা, পাঠ্য বিষয়ের বাইরেও ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা, নিজেদের ব্যক্তিগত সংগৃহীত পুস্তক দিয়ে সহায়তা করার ধারা বজায় ছিল। এর ফলে একদিকে যেমন গ্রন্থাগারে বইয়ের অভাব ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় বাধা হয়ে থাকতো না, অন্যদিকে ছাত্র-শিক্ষকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক, স্নেহ, ভালবাসা ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো মানুষ হতে সহায়তা করেছে।

অধ্যক্ষ হিসাবে এই কলেজে আমার যোগদান ২০০৩ সালের ১লা মার্চ। স্বর্গীয় অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের কাছ থেকে আমি দায়িত্বভার গ্রহণ করি। মজার ব্যাপার হল এটাই, একজন ছাত্রতুল্য অনভিজ্ঞ মানুষ দায়িত্ব নিচ্ছে একজন দোর্দণ্ড প্রতাপ অধ্যক্ষের কাছ থেকে এবং এমন একটা কলেজে যেখানে অধিকাংশ অধ্যাপক আমার থেকে বয়সে বড় এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞ। যদি আমি এই কলেজে পড়াশোনা করতাম, তাহলে বেশিরভাগ শিক্ষকের আমি ছাত্র হতাম। এইজন্য আমার ভীষণ চিন্তা ছিল যে, কলেজের এত বয়ঃজ্যেষ্ঠ

মানুষজন আমায় কীভাবে গ্রহণ করবেন। দায়িত্বভার বুঝে নেওয়ার পর কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি স্বর্গীয় বিনয় দত্ত মহাশয় সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সাথে পরিচয় করালেন। কলেজের প্রধান করণিক স্বর্গীয় সবুজবাবু কলেজের চতুর্দিক আমায় ঘুরিয়ে দেখালেন। দেখলাম কোনও প্রাচীর না থাকার জন্য কলেজের খেলার মাঠ গ্রামের মানুষজন কৃষিকাজের জন্য ব্যবহার করছেন, টিনের চালের ঘরগুলোতে ভেতরে ক্লাস হচ্ছে আর বাইরের দেওয়ালে গ্রামের মানুষ ঘুঁটে দিচ্ছে। সবুজবাবুকে প্রশ্ন করায় উনি বললেন, ''ওদের কিছু বলা যাবে না, তাহলে কেলেংকারি হয়ে যাবে''। ওনার নিষেধ সত্ত্বেও আমি কলেজের দেওয়ালে ঘুঁটে দেওয়া যাবে না বলায়, এক মহিলা আমায় বললেন, ''বাবু আমরা তো রোজই দিই''। সরল স্বীকারোক্তি।

আমার পূর্বপরিচিত অধ্যাপক পরমার্থ ঘোষ আমায় কলেজের স্টাফ রুমে নিয়ে গেলেন। আমার আবার অবাক হওয়ার পালা। সকল সিনিয়ার অধ্যাপকগণ আমায় 'স্যার' বলে সম্বোধন করতে লাগলেন। আরামবাগের মানুষ হিসাবে পূর্বে বিভিন্ন সাক্ষাতের সময়ে যাঁদের আমি চিরকাল 'স্যার' বলে সম্বোধন করে এসেছি, তাঁদের মুখে আজ এই 'স্যার' সম্বোধন আমার কাছে ভীষণ অস্বস্তিকর, এমনকি যাঁরা আমাকে আগে 'দাদা' বলে সম্বোধন করতো যেমন - অধ্যাপক পরমার্থ ঘোষ, অধ্যাপক গোপাল সিনহা, অধ্যাপক সুব্রত চ্যাটার্জী এবং অধ্যাপক অনিন্দ্য ভুক্ত, তাঁরাও আমাকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করছে। অনেক নিষেধ সত্ত্বেও শুনলো না। বুঝলাম একেই বলে অফিসিয়াল ডেকোরাম। সময় অনেক কিছুই শিখিয়ে দেয়; এখন আর কিছুই মনে হয় না।

দেখতে দেখতে এই কলেজে কুড়িটা বছর অতিবাহিত করলাম। কলেজের বহিরঙ্গ অনেকটাই পাল্টানো গেছে। এখানে বলে রাখা ভালো, সব প্রতিষ্ঠানেই অনেক দায়িত্বশীল মানুষ থাকেন, তাঁদের সহযোগিতাতেই প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি হয়ে থাকে। যিনি যে বিষয়ে পারদর্শী তাঁর গুণাবলীকে যদি সম্মান এবং গুরুত্ব দেওয়া যায় তাহলে সম্মিলিতভাবে বেশকিছু ভালো কাজ করা যায়। একথা সত্য যে, একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত উন্নয়ন কেবলমাত্র তার বাহ্যিক পরিকাঠামো বৃদ্ধি, যথা একাধিক বহুতল বাড়িতে পর্যাপ্ত ক্লাসরুম, আধুনিক ল্যাবরেটরি, কম্পিউটারাইজড লাইব্রেরি, একাধিক ভার্চুয়াল ক্লাসরুম, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একাধিক হোস্টেল, অডিটোরিয়াম, স্পোর্টস কমপ্লেক্স ইত্যাদির উপর নির্ভর করে না। যদিও শিক্ষা ব্যবস্থায় সার্বিক উন্নয়নের জন্য এই সবের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

তা সত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিকতাবোধ, শিক্ষা-সংস্কৃতির গুণগত মান, ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের

পরীক্ষার ফল, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের বাহ্যিক ব্যবহার এবং সর্বোপরি ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের উপরই প্রকৃত উন্নয়ন নির্ভর করে থাকে।

অতীতের সুসম্পর্কের দিনগুলোর অস্তিত্ব এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। শিক্ষা ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞানলাভ করে। শিক্ষক নিজেকে নিঃশেষ করেই জ্ঞান বিতরণ করে থাকেন। সাম্প্রতিককালে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক নিতান্ত আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যদি প্রাইভেট কোচিং-এর জন্য শিক্ষকদের বাড়িতে বাড়িতে দৌড়ায়, তাহলে তার সৃজনশীল মন এবং মানসিকতার সৃষ্টি হবে কখন ? সকলকে বুঝতে হবে মানুষের জন্ম কেবলমাত্র ডিগ্রি অর্জন করার জন্য নয়। সরকার, অভিভাবক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হল ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় বিনোদন ও খেলাধূলার পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য অত্যাবশ্যক। সৃজনশীল মননের জন্য প্রয়োজন স্বাধীনভাবে চিন্তাশক্তিকে বিকশিত করার পর্যাপ্ত সময় ও পরিবেশ। কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল ও স্বাধীনসত্ত্বা বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্র বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। অভিভাবকদের চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু তাঁদের বুঝতে হবে যে, তাঁদের সন্তানদের প্রতিভা, যা নিয়ে তারা জন্মগ্রহণ করেছে তার যথোপযুক্ত বিকাশ হচ্ছে কি না। এটা ঠিক বর্তমানের ইঁদুর দৌড় প্রতিযোগিতার মধ্যে সকলেই দিশেহারা, সকলেই চায় ভালো রেজাল্ট, বেশি বেশি নম্বর - তা যে ভাবেই হোক। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা শ্রেণী কক্ষের পঠন-পাঠনে বিমুখ হয়ে পড়ছে। মাধ্যমিক পাশ করার পর এগারো ক্লাস থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষে খুব কম দেখা যায়। অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের শ্রেণীকক্ষে পাঠানোর পরিবর্তে বিভিন্ন প্রাইভেট কোচিং ক্লাসে পাঠাতে বেশি আগ্রহী। অনেকের ধারণা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে কোচিং ক্লাসে গেলে রেজাল্ট ভালো হবে। কিন্তু শিক্ষা বলতে কী শুধুই নম্বর পাওয়া? নম্বরের নিশ্চয়ই জীবনে গুরুত্ব আছে। একজন ছাত্র বা ছাত্রী কোনদিকে প্রতিষ্ঠিত হবে ? পড়াশোনার জগৎ ছাড়াও সেটা হতে পারে খেলাধূলায়, সঙ্গীতে, অভিনয় জগতে, রাজনীতিতে। এইরকম বিভিন্ন দিক তার সামনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয় তার পছন্দের জন্য। ছাত্র-ছাত্রীরাই হলো শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু তাই ছাত্র-ছাত্রীদের সুপ্ত সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশ ঘটানোই হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য।

শিক্ষা প্রক্রিয়ায় কোন ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশের জন্য উৎসাহ দেওয়া হয় এবং

সমাজের একজন উৎপাদনশীল সদস্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যে সকল দক্ষতা প্রয়োজন সেগুলো অর্জনে সহায়তা করা হয়ে থাকে। একথা সত্য যে, বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার জন্য সরকারি বৃত্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরফলে নিম্নমধ্যবিত্ত এবং গরীব বাড়ির ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে উচ্চশিক্ষা সুলভ হয়েছে। এই অঞ্চলের কৃষিজীবি এবং শ্রমজীবি বাড়ির সন্তানরা আজ উচ্চশিক্ষায় আসার সুযোগ পাচ্ছে।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জন করা, যে জ্ঞান মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে এবং সর্বোপরি জ্ঞানের উচ্চ সীমায় মানুষকে উন্নীত করবে। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের উপর যে জ্ঞানচর্চা বা তার বিকাশ লাভ ঘটে থাকে, তা আজ ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, কিন্তু জ্ঞানই হলো মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায়। শিক্ষা মানুষকে তাঁর জ্ঞানের পরিধি, তথা জানার জগৎকে প্রসারিত করে তোলে। মানুষের জীবনে অর্থের প্রয়োজন অবশ্যই আছে, তবে কেবল অর্থ উপার্জনের জন্য শিক্ষা অর্জন করলে তা হবে মুল্যহীন। কারণ শিক্ষাই মানুষের মূল্যবোধ তৈরি করে মানুষকে করে তোলে মহান। এতদসত্ত্বেও আজ যে কোন উপায়ে ডিগ্রি অর্জন করার প্রবণতা কিছু ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই প্রবণতা শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর। দুঃখের বিষয় হলো, এই প্রবণতা অল্প সংখ্যায় হলেও কিছু কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকাকেও গ্রাস করছে। বহু বছর আগেই কবিগুরু শিক্ষার এই ক্ষতিকর দিকটি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে বলেছেন - ''আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও আমরা সেই ডিগ্রীর টাঁকশালের ছাপ লওয়াকেই বিদ্যালাভ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। ইহা আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। আমরা বিদ্যা পাই বা না পাই, বিদ্যালয়ের একটা ছাঁচ পাইয়াছি। আমাদের মুশকিল এই যে, আমরা চিরদিন ছাঁচের উপাসক''।

পরিশেষে জানাই ৭৫ বছর আগে নেতাজী মহাবিদ্যালয় নামে যে চারাগাছটি রোপণ করা হয়েছিল, তা আজ মহীরূহে পরিণত হয়েছে। তারমধ্যে কত ছাত্র-ছাত্রী এই কলেজে পড়াশোনা করতে এসেছে এবং পাঠ শেষে চলে গেছে জীবনের অন্য কোন লক্ষ্যে তার হিসাব পাওয়া যাবে না। শুধু এইটুকু আমরা বুঝতে পারি এই অঞ্চলের এমন কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অফিস-কাছারি নেই যেখানে আমাদের ছাত্র-ছাত্রী নেই। আজ নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে কেবলমাত্র বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুসারে পাঠ দেওয়া হয় না, আরও দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠকেন্দ্র কলেজের অভ্যন্তরে আছে। একটি হল নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (NSOU) আর অন্যটি হল ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (IGNOU)। আমাদের কলেজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে পাঠরত ছাত্র সংখ্যা ৮৩২২। নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে অভ্যন্তরে আজ

আর দারিদ্রের ছাপ দেখা যায় না, যা দেখা যায় তা হল আভিজাত্যের ছাপ। ফুল যদি জঙ্গলেও ফোটে, তাতে যদি সুগন্ধ থাকে, তাহলে ভ্রমর ঠিক খুঁজে নেয়। কলেজে ছাত্র-ছাত্রী নামক যে ফুল ফুটে চলেছে তার সুগন্ধ কেবল আরামবাগেই সীমাবদ্ধ নয়, তা ছড়িয়ে গেছে সারা পশ্চিমবঙ্গে। তাইতো TCS-এর মতো সংস্থা প্রতি বছর কলেজে ক্যাম্পাসিং (Campusing)-এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের সংস্থায় নিয়োগ করছে। এখনও পর্যন্ত এই কলেজের মোট প্রায় চার শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ঐ সংস্থায় কর্মরত। এছাড়াও আরও অনেক সংস্থা আসছেন। এই কলেজে কেবলমাত্র স্নাতক স্তরের পাঠ দেওয়া হয় না, কিছু বিষয়ে স্নাতকোত্তর স্তরেরও পাঠ দেওয়া হয়ে থাকে। বর্তমানে ১১৩ জন শিক্ষক, ৫৬ জন শিক্ষাকর্মী নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহার, অভিভাবক এবং এই অঞ্চলের প্রশাসনের সমস্ত স্তরের মানুষজনের সহযোগিতা আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। এই অঞ্চলের সমস্ত জনগণের সাথে একমত হয়ে আমরা আশা করছি আরামবাগে অদূর ভবিষ্যতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষা এবং গবেষণার কাজ করতে সুবিধা হবে। নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাগণসহ যাঁরা কলেজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁদের সকলের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

নমস্কার

অধ্যক্ষ

ড. অসীম কুমার দে

Message from the desk of the Vice-Principal
Dr. Biswanath Garai

I joined this college on 8th January, 2001 and, at present, I am acting as an Associate Professor and HOD of Mathematics. I became the vice principal of this college on January, 2020. I am an eye witness of the different remarkable facts of this institution. The college started its journey in 1948 with only a few students. I pay my respect and honour to Dr. Radha Krishna Pal of Ratanpur (Raghubati Union, Goghat), Hooghly, the founder of this institution. Dr. Pal was a famous educationist who had established a large number of educational institutions in the Arambagh subdivision. He was a great follower of our national hero, Netaji Subhas Chandra Bose. To pay tribute to our beloved leader, the great patriot of our country, Dr. Pal named this institution as "Netaji Mahavidyalaya", which started its journey on and from 1st August, 1948. At present there are near about 5000 students in 24 departments. A large number of students of this renowned institution secured high first class marks at the UG level. Some of our students from different departments secured the first class first position in the university in different years. We have been also running PG course in our Bengali department and the PG students have shown outstanding performance in the university examinations. We faced NAAC two times in 2007 and 2015 respectively and secured B^{++} grade in 2007. I would like to say that under the

dynamic leadership of our honourable Principal sir and President sir, our institution achieved academic excellence. Our teachers, non-teaching staff and students have always been trying their best to accelerate the academic and administrative development of the college. With the proper guidance of our principal sir, the Governing Body has taken due intiative for infrastructural development, and, at present the college has a very good infrastructure which helps to spread education in our locality as far as practicable. I firmly believe that different sub-committees consisting of teaching and non-teaching staff of our college have always been trying to place this institution in the educational map of the country.

I convey my best wishes to the President, Principal, teaching, non-teaching staff and students for ensuring the holistic development of the students through our teaching-learning activity.

B Garai

Dr. Biswanath Garai
Vice Principal

১৯৪৮-১৯৪৯ সালের প্রথম কার্যনির্বাহী সমিতি

১। শ্রী হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় (সভাপতি)
২। ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল (সম্পাদক)
৩। শ্রী অনিল বরণ রায় (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮)
৪। শ্রী ভবাণীচরণ গুহ (অধ্যক্ষ, অক্টোবর, ১৯৪৮ - জুন, ১৯৪৯)
৫। শ্রী বিমলেন্দু ঘোষ (সদস্য)
৬। শ্রী সরোজ আঢ্য (সদস্য)

২০২৩ সালের পরিচালন সমিতি

১। শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা (সভাপতি)
২। ড. অসীম কুমার দে (সম্পাদক ও অধ্যক্ষ)
৩। ড. বিশ্বনাথ গরাই (শিক্ষক প্রতিনিধি ও উপাধ্যক্ষ)
৪। অধ্যাপক উদয় কুমার নন্দী (শিক্ষক প্রতিনিধি)
৫। ড. অমিত এস. তেওয়ারি (শিক্ষক প্রতিনিধি)
৬। ড. তৃপ্তি কুণ্ডু রায় (রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি)
৭। ড. বিধান বিশ্বাস (রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধি)
৮। অধ্যাপিকা সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় (বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি)
৯। অধ্যাপক সত্যজিৎ বিশ্বাস (বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি)
১০। শ্রী সুশান্ত কুমার কুণ্ডু (শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি)

List of Principals / Teachers-in-charge

1. Sri Anil Baran Roy, T.I.C (Aug. 1948 - Sept. 1948)
2. Sri Bhabani Charan Guha, Principal (Oct. 1948 - Jun. 1949)
3. Sri Gurudas Sen, Principal (Jul. 1949 - Nov. 1956)
4. Sri Anil Baran Das, Principal (Dec. 1956 - Dec. 1959)
5. Sri Chittapriya Roy, T.I.C (Jan. 1960 - Oct. 1962)
6. Sri Chittapriya Roy, Principal (Nov.1962 - Jun. 1969)
7. Sri Pijush Kanti Pal, T. I. C (Jul. 1969 - Dec. 1969)
8. Sri Satyabrata Bhattacharya, T. I. C. (Jan. 1970 - Dec. 1970)
9. Sri Dulal Chandra Mal, T. I. C. (Jan. 1971 - Oct. 1974)
10. Sri Brajesh Chandra Das, T. I. C. (Nov. 1974 - Jun. 1975)
11. Sri Dulal Chandra Mal, T. I. C. (Jul.1975 - Nov. 1979)
12. Sri Sanat Kumar Banerjee, Principal (Dec. 1979 - Jul. 1983)
13. Dr. Kamal Krishna Sarkar, T. I. C. (Aug. 1983)
14. Dr. Radha Gobinda Kar, T. I. C. (Sep. 1983 - Nov. 1983)
15. Sri Dulal Chandra Mal, T. I. C. (Dec. 1983 - Jul. 1985)
16. Sri Bijay Krishna Ghosh, Principal (Aug. 1985 - Feb. 2003)
17. Dr. Asim Kumar De, Principal (Mar. 2003 -)

অধ্যক্ষ গুরুদাস সেন

স্থায়ী ঠিকানা ঃ কলকাতার বিডন স্ট্রীট এলাকা

বিষয় ঃ গণিত

কলেজে যোগদান ঃ জুলাই, ১৯৪৯

অবসর গ্রহণ ঃ নভেম্বর, ১৯৫৬

তিনি অবিবাহিত ছিলেন। কলেজে অধ্যক্ষ থাকাকালীন প্রধানত আরামবাগে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দুলাল চন্দ্র মাল

জন্ম ঃ	৫ই জুন, ১৯৩৭
জন্মস্থান ঃ	বায়ড়া-কানপুর, হুগলী
পড়াশোনা ঃ	ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স (১৯৫৪), নেতাজী মহাবিদ্যালয়, আরামবাগ
	স্নাতক (১৯৫৬), বিদ্যাসাগর কলেজ, কলকাতা
	স্নাতকোত্তর (১৯৫৮), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
চাকুরি ঃ	অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান (২০শে আগষ্ট, ১৯৫৯ - ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬)
	ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ঃ জানুয়ারি, ১৯৭১- অক্টোবর, ১৯৭৪
	জুলাই, ১৯৭৫ - নভেম্বর, ১৯৭৯
	ডিসেম্বর, ১৯৮৩ - জুলাই, ১৯৮৫

অধ্যক্ষ বিজয় কৃষ্ণ ঘোষ

জন্ম ঃ	১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩
জন্মস্থান ঃ	জিবট্যা, জয়রামবাটী, বাঁকুড়া
পড়াশোনা ঃ	আই. এ., নেতাজী মহাবিদ্যালয়, স্নাতক - বিদ্যাসাগর কলেজ, কলকাতা স্নাতকোত্তর - কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
চাকুরি ঃ	অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ অধ্যক্ষ, নেতাজী মহাবিদ্যালয় (আগষ্ট, ১৯৮৫ - ফেব্রুয়ারি,২০০৩)
মৃত্যু ঃ	১লা ডিসেম্বর, ২০২১

অধ্যক্ষ ড. অসীম কুমার দে

জন্ম ঃ	২৪শে অক্টোবর, ১৯৫৮
জন্মস্থান ঃ	আরামবাগ, হুগলী
পড়াশোনা ঃ	স্নাতক - সিটি কলেজ অফ কমার্স এণ্ড বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কলকাতা (১৯৭৭) স্নাতকোত্তর - কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৯) পিএইচ. ডি - কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
চাকুরি ঃ	অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, চাঁপাডাঙ্গা, হুগলী (১৮ই নভেম্বর, ১৯৮২ -ফেব্রুয়ারি, ২০০৩) অধ্যক্ষ, নেতাজী মহাবিদ্যালয়, আরামবাগ। যোগদান - মার্চ,২০০৩

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি অধ্যক্ষ মহাশয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য

ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পালের প্রতি পরিচালন সমিতির সভাপতির শ্রদ্ধার্ঘ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য

সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রীক উদ্বোধন অনুষ্ঠান

সভাপতি, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ কলেজর বর্তমান অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ, ২০২৩

সভাপতি, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ কলেজর বর্তমান শিক্ষাকর্মীবৃন্দ, ২০২৩

নেতাজী জন্মদিবসে এন.সি.সি. কর্তৃক প্রদত্ত গার্ড অফ অনার

বাণীবন্দনায়

এন.এস.এস.-এর প্রভাতফেরী

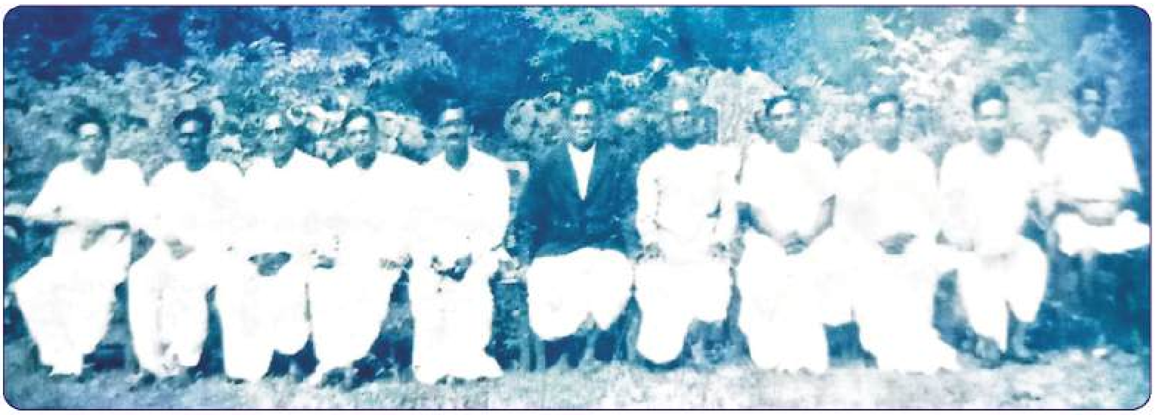

বাম হইতে - শ্রী মতিলাল মল্লিক, শ্রী ঘনশ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শৈলেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রী জিতেন্দ্র নাথ রায়, শ্রী গুরুদাস সেন (অধ্যক্ষ), শ্রী সত্যেন্দ্র নারায়ণ আঢ্য (সহ সভাপতি) শ্রী ফকির চন্দ্র পাল (সদস্য), শ্রী মুরলিধর চক্রবর্তী, শ্রী ক্ষুদিরাম দাস, শ্রী অনিল বরণ দাস, শ্রী নন্দলাল ঘোষ (ডাঃ)

বর্তমান অধ্যক্ষের কার্যভার গ্রহণের দিনে কলেজের অন্তর্জনদের সাথে তোলা ছবি

নবীনবরণ অনুষ্ঠান

শারদোৎসব

বাৎসরিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

বাৎসরিক ক্রীড়া
প্রতিযোগিতা

উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগের ছাত্র
শ্রী শায়ক চক্রবর্তী, CWS
এন. সি. সি. বেস্ট ক্যাডেট অ্যাওয়ার্ড, ২০২২

যোগা দিবস উদ্‌যাপন

বৃক্ষরোপণ উৎসবে পরিচালন সমিতির সভাপতি ও অধ্যক্ষ

কলেজের প্রথম ভবন

কলেজের শিক্ষক সমিতির পারিবারিক বাৎসরিক বনভোজন

সম্পাদকীয়		৪২
Departmental Profile		46
Profile of Indira Gandhi National Open University		118
Profile of Netaji Subhas Open University		119

প্রাক্তন ছাত্র ঃ ১৯৪৮ - ১৯৯৮

স্মৃতি সততই সুখের	হরিপ্রসাদ মেদ্দা	১২১
নেতাজী মহাবিদ্যালয় ঃ স্মৃতির আলোকে	ব্রজমোহন কুণ্ডু	১২৪
স্মৃতির অ্যালবামে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে আমার অধ্যয়ণ কাল	পঞ্চানন চক্রবর্তী	১২৭
পুরানো সেই দিনের কথা	সেখ হাসান ইমাম	১২৯
নেতাজী মহাবিদ্যালয় প্রসঙ্গে আমার কিছু কথা	শৈলেন সরকার	১৩৪
ভুলি কেমনে	প্রেমানন্দ চট্টোপাধ্যায়	১৩৭
মাতৃসুখ দেখে আপ্লুত পুত্র	তারাশঙ্কর ব্যানার্জী	১৪১
আমার বিদ্যামন্দির	রণজিৎ কুমার গোস্বামী	১৪৫
৭৫ বর্ষ পূর্তি উৎসবে নেতাজী মহাবিদ্যালয় ও আমরা	অজয় বেরা	১৫১
বিদ্যালয় থেকে মহাবিদ্যালয় - একটি অণুস্মরণ	সুধাংশু শেখর যশ	১৫৪
পুরানো সেই দিনের কথা - কলেজবেলার স্মৃতি	জগদানন্দ যশ	১৫৬
আমার সাতের দশকের নেতাজী মহাবিদ্যালয় ঃ এক গভীর স্মৃতি মেদুরতা	সুব্রত কুমার ঘোষ	১৫৮
সাতের দশকে কলেজের সাহিত্য-সংস্কৃতি	বিভাংশু দত্ত	১৬৩
যা দেখেছি, যা পেয়েছি	আনন্দমোহন মুখার্জী	১৬৬
যেটুকু মনে পড়ে	উত্তম কুমার দত্ত	১৭০
নস্টালজিয়া	তৃপ্তি কুণ্ডু রায়	১৭৪

প্রাক্তন অধ্যাপকবৃন্দ

স্মৃতির সরণিতে নেতাজী মহাবিদ্যালয়	দুলালচন্দ্র মাল	১৭৮
আমার 'আমি'তে তুমি	বিমলেন্দু সামন্ত	১৮৪
আমার স্মৃতিতে নেতাজী মহাবিদ্যালয়	মণিমোহন নন্দী	১৮৯

আমার কলেজ, আমার জীবন	প্রণব কুমার দালাল	১৯২
নেতাজী মহাবিদ্যালয় - কিছু স্মৃতি	গোলাম মইনুদ্দিন মিধ্যা	১৯৬
আমার অনুভবে ও স্মৃতিতে প্রিয় নেতাজী মহাবিদ্যালয়	পরমার্থ ঘোষ	২০২
স্মৃতির মণিকোঠায়-নেতাজী মহাবিদ্যালয়	তারকনাথ রায়	২০৯
আরামবাগের নেতাজী মহাবিদ্যালয় - ফিরে দেখা	স্বপন কুমার লাহা	২১৮
পূর্ণতার দিকে	অরুন কুমার মুখোপাধ্যায়	২২৪

<u>বর্তমান অধ্যাপকবৃন্দ</u>

নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের পঁচাত্তর বছর ঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও পর্যালোচনা	গোপালচন্দ্র সিনহা	২২৮
স্মৃতির সরণি বেয়ে	সুমন্ত্র দত্ত	২৮২
নেতাজী মহাবিদ্যালয় ও উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগ	জীবন কুমার পাল	২৮৬
আমার কলেজ ও আমার বাংলা বিভাগ	সুমিতা রানী দাস	২৯০
৭৫ এ পা ঃ দ্বারকেশ্বরের জলতরঙ্গে	উদয় কুমার নন্দী	২৯৪
নেতাজী মহাবিদ্যালয় ঃ এক বাইফোকাল লেন্সে	তিলকনাথ ঘোষ	৩০৫
আমার ভালোবাসার রসায়ন বিভাগ	কৃশানু সরকার	৩০৮
ফিরে দেখা ঃ নেতাজী মহাবিদ্যালয়	মহামায়া লাহা মুখার্জী	৩১১
শিক্ষকের চোখে শিক্ষাঙ্গন	রামানুজ মুখোপাধ্যায়	৩১৫
আমার স্মৃতির পাতা থেকে	তীর্থঙ্কর মল্লিক	৩১৮
নেতাজী মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার ঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ	বাসুদেব অধিকারী	৩২১
আমার স্বপ্নের কলেজ	ধীমান কর	৩৩০
শিক্ষার বিস্তারে নেতাজী মহাবিদ্যালয়	শিউলি কোয়ার	৩৩৬
অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা ও নেতাজী মহাবিদ্যালয়	উদয় সাউ	৩৩৯
নেতাজী মহাবিদ্যালয় ও রসায়ন বিভাগ ঃ স্মৃতির ক্যানভাসে	স্মিতা শতপথী	৩৪৬
স্মৃতি সত্তায় শিক্ষার্থী থেকে শিক্ষকঃ শিক্ষাঙ্গনের যাত্রাপথ	পীযুষ বেরা	৩৫১
গানের তরী	অপর্ণা বিশ্বাস চট্টোপাধ্যায়	৩৫৫
খেলাধুলায় নেতাজী মহাবিদ্যালয় ঃ সেকাল ও একাল	সঞ্জিত মণ্ডল	৩৬০
নেতাজী মহাবিদ্যালয় ঃ আমার চার বছরের অভিজ্ঞতা	জাহাঙ্গির কবীর মণ্ডল	৩৬৫
[illegible]	কুঞ্জদাস মুর্মু	৩৬৮

প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের অতীত ও বর্তমান	শঙ্কর কুমার মুখার্জী	৩৬৯
নেতাজী মহাবিদ্যালয় ঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ	চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী	৩৭৩
আমার চোখে নেতাজী মহাবিদ্যালয়	উদয়চাঁদ কুণ্ডু	৩৭৬

প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ঃ ১৯৯৯ - ২০২৩

প্লাটিনাম জয়ন্তী বর্ষে নেতাজী মহাবিদ্যালয় ঃ স্মৃতি ও সত্তায়	সুব্রত নন্দী	৩৭৯
আমার চোখে নেতাজী মহাবিদ্যালয়	কাজী নুরুল হামিম	৩৮৩
আমার কলেজ বেলা ...	মুরারী মোহন রায়	৩৯০
মানব সম্পদ উন্নয়নে আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের অবদান	সঞ্জিত মণ্ডল	৩৯৫
Memories of my old college life	Chhatu Tudu	397
স্মৃতির ক্যানভাস ঃ একটি চিঠি	শ্রেষ্ঠী দে	৪০০
জীবনের একটি অধ্যায় ঃ নেতাজী মহাবিদ্যালয়	মৌমিতা দে	৪০৯
করোনা কালে আমার কলেজ জীবন	শাশ্বত পাল	
স্মৃতির ক্যানভাসে কলেজ	তৃষিকা সরকার ও আলোলিকা ভট্টাচার্য	৪১২
কলেজ জীবনের স্মৃতি	রিমা মণ্ডল	৪১৭
List of Ex-Teachers		419
বর্তমান স্থায়ী ও অস্থায়ী শিক্ষাকর্মীদের নামের তালিকা		৪২৫
প্রাক্তন শিক্ষাকর্মীদের নামের তালিকা		৪২৬

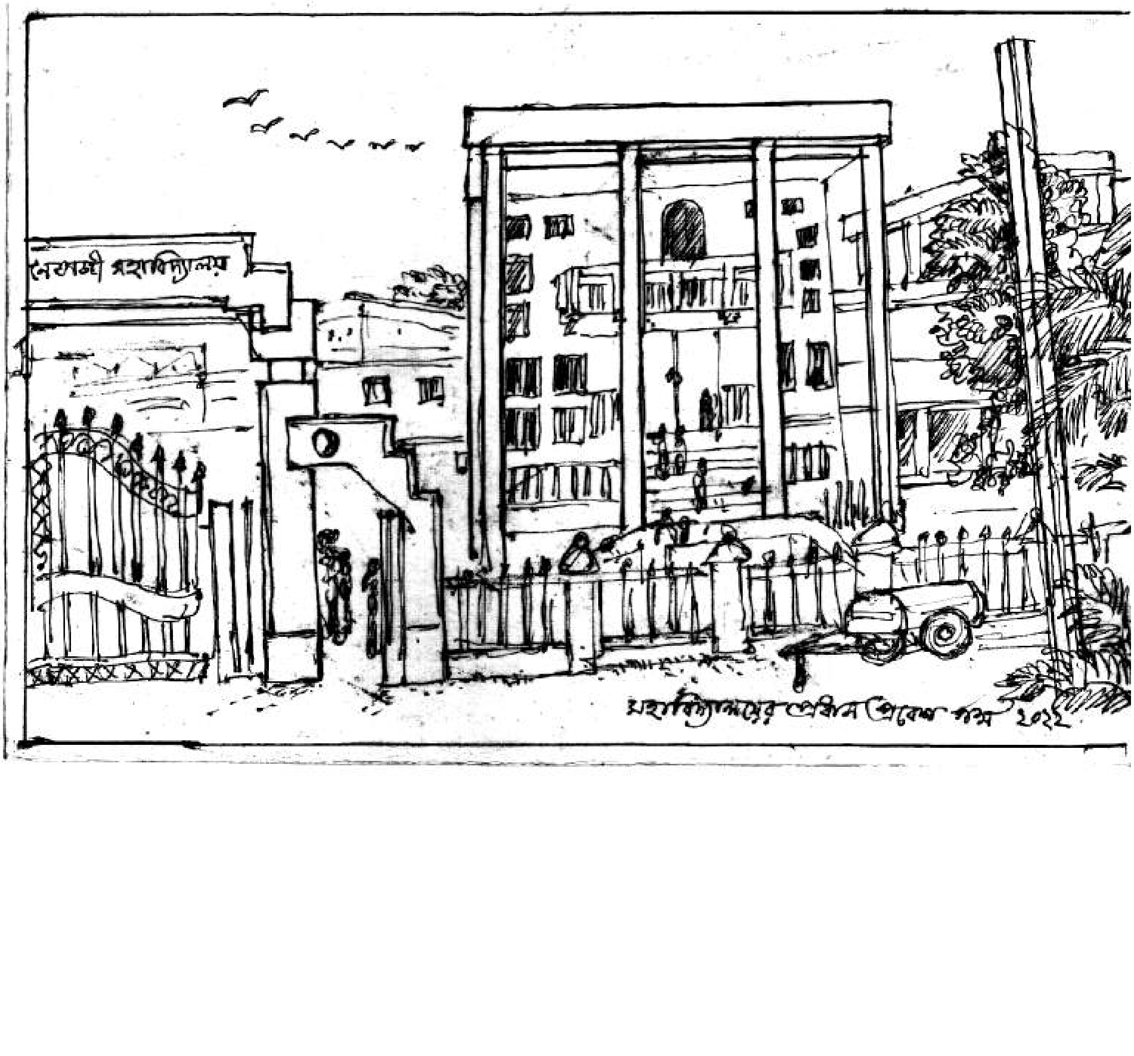
নেতাজী মহাবিদ্যালয়
মহাবিদ্যালয়ের প্রধান প্রবেশ পথ ২০২২

সম্পাদকীয়

ভূমিষ্ঠ হল একটি শিশু, বহু সাধনার পর। নানা জায়গায় নানাবিধ চিকিৎসা - এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক, বিভিন্ন দেবদেবীর মান্‌সিক প্রভৃতি করেও কিছু ফল হল না। এইভাবে বেশ কিছুকাল চলতে থাকে। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভ করে। তারিখটি ছিল ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭। এর কিছুকাল পর শিশুটি জন্ম নিল হুগলী জেলার দ্বারকেশ্বর নদের পশ্চিম তীরে আরামবাগ মহকুমায়, আরামবাগ সদর শহরের নিকটে কালিপুরের বকুলতলায় আঢ্যদের বাড়িতে। সেই বিশেষ তারিখটি ছিল ১ আগষ্ট, ১৯৪৮। জন্মের সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় এক ডাক্তারবাবু। নাম রাধাকৃষ্ণ পাল। বাড়ি গোঘাট থানার রঘুবাটি ইউনিয়নের রতনপুর গ্রামে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর সহযোগীগণ যথা - হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনারায়ণ আঢ্য, ফকিরচন্দ্র পাল, প্রসাদ বল্লভ, রাধামাধব কুণ্ডু, ইন্দ্রনারায়ণ নন্দী, কালী মুখার্জী, অধ্যাপক বিমল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অনিলবরণ রায়, দুর্গা চক্রবর্তী, শরৎচন্দ্র বাড়ুই প্রমুখ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজীর মতো কিছু বিশিষ্ট মানুষ। দুঃখের বিষয় কালের নিয়মে এঁরা সকলেই প্রয়াত। টিকে আছে আজও সেদিনের সেই নবজাতক ''নেতাজী মহাবিদ্যালয়'' তার মহিমান্বিত রূপ ধারণ করে।

যাক, যে কথা বলছিলাম, নবজাতকটির জন্ম হয়েছিল মামাবাড়িতে। পরে তিন বছরের মধ্যেই 'হাঁটি হাঁটি পা পা' করে বাবা-কাকাদের সৌজন্যে নিজের বাড়িতে চলে আসে। আজ সে অনেক বড় হয়েছে। বয়স ৭৫ বছর। শুধু নিকট নয়, বহু দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থী নিজেদের প্রয়োজনে, জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে তার কাছে আসে। পায় অনেক কিছু। 'জ্ঞান, ত্যাগ, সেবা' - সব কিছু সে দেয় উজাড় করে। প্রতিদানে কিছু চায় না। তার শিকড় আজ ছড়িয়ে গেছে বিশ্বের আনাচে কানাচে। এতেই যেন 'বিশ্ব মায়ের আঁচল' ভরে গেছে। এই মা-ই আমাদের প্রিয় 'নেতাজী মহাবিদ্যালয়'।

নানা চড়াই-উৎরাই ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই মহাবিদ্যালয় শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ক্রমশ তার মর্যাদার বৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি এখন বেশ শক্তপোক্ত। এর পরবর্তীকালে এখনো পর্যন্ত আরামবাগ মহকুমায় আরো ছয়টি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু যেটা বাস্তব সত্য তা হল, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতি বছর উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথমে এই মহাবিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। কারণ বস্তুগত পরিকাঠামো (Physical Infrastructure) ও মানবিক পরিকাঠামো (Human Infrustructure) উভয় ক্ষেত্রেই নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের অবস্থান আজ প্রশংসনীয় জায়গায় পৌঁছেছে। এছাড়া, প্রতিবছর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কলেজের পরীক্ষার ফলাফল যথেষ্ট উচ্চমানের হওয়ায় এই এলাকা ও সংলগ্ন জেলাগুলি থেকে এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি। স্বাভাবিক

ভাবেই এখন কাজ হল কলেজের বর্তমান সুনামকে শুধু ধরে রাখাই নয়, এর অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখা, যা অনিবার্যভাবে উত্তরসূরীদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, বর্তমানে মহাবিদ্যালয়ের সার্বিক অগ্রগতি রাতারাতি ঘটে যায়নি। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পঁচাত্তরটি বছর সময় লেগেছে এই জায়গায় পৌঁছাতে। কখনো মন্থর আবার কখনো দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়ে এগিয়ে চলেছে এই মহাবিদ্যালয়ের রথের চাকা।

আমরা আজ দাঁড়িয়ে আছি এক মাইল ফলকে। একটি প্রতিষ্ঠানের পঁচাত্তর বছর পূর্তি (প্লাটিনাম জুবিলি) পালন মোটেই কম পাওয়া নয়। আমরা সকলেই এর সাক্ষী। এজন্য আমরা গর্বিত। গর্বিত কেবল এই কারণে নয় যে, পঁচাত্তর বছর পূর্তি সম্পন্ন হচ্ছে বলে - গর্বিত এই কারণে যে, যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ডাক্তার রাধাকৃষ্ণ পালের নেতৃত্বে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তৎকালীন জ্ঞাত ও অজ্ঞাত নাম না-জানা বহু মানুষ এই কাজে স্বতঃস্ফুর্তভাবে যুক্ত ছিলেন তাঁদের আশা পূর্ণ হয়েছে। তাঁরা জীবিত থাকলে হয়তো বলতেন, ''আশাতীত'' হয়েছে। এই কথাটা বলার সাহস পেলাম এই কারণে যে, কলেজ প্রতিষ্ঠার কাল থেকে প্রথম কুড়ি বছর (১৯৬৮ সাল পর্যন্ত) - এর মধ্যে যাঁরা এখানের ছাত্র, এমনকি অধ্যাপকও ছিলেন এবং যাঁদের লেখায় এই স্মারক সংখ্যা সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের মূল্যবান লেখনীতে 'আশাতীত', 'অভাবনীয়', 'অবিশ্বাস্য' প্রভৃতি বিশেষণ যুক্ত হয়েছে। এই সমস্ত বিদগ্ধ জনেরা হলেন শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ মেদ্দা (শিল্পগুরু), শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন কুণ্ডু, অধ্যাপক দুলালচন্দ্র মাল, অধ্যাপক শৈলেন সরকার, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্তী, ড. রণজিৎ কুমার গোস্বামী, শ্রীযুক্ত শঙ্কর মুখার্জী প্রমুখ। এঁদের সকলের কাছেই নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের তরফে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বস্তুত, বীজ বুনলে প্রথমে চারাগাছ এবং ধীরে ধীরে তার ক্রমবৃদ্ধি ঘটে। শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ে। শিকড় মাটিকে আঁকড়ে ধরে বহু দূর দিগন্তে প্রসারিত হয়। গাছ শক্তপোক্ত হয়। ফুল ফোটে। ভালো জাতের গাছ হলে সুমিষ্ট ফল হয়। সেই ফল শুধু সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকেই সমৃদ্ধ করে না - সেই এলাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে রাজ্য, দেশ ও বিদেশে তার রপ্তানি ঘটে। আমাদের মহাবিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একথা সমভাবে প্রযোজ্য। অবশ্য বীজটা বপন করতে হয়। বীজ বপন ও চারাগাছ রোপন নিশ্চয়ই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাকে ঠিকঠাক ভাবে পরিচর্যা করে নেতাজী মহাবিদ্যালয়রূপী আজকের সুবিশাল বটবৃক্ষে পরিণত করা মোটেই সহজ কাজ ছিল না। সেই দুরূহ কাজটি করেছেন এর সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত বেশকিছু গুণীজন, সমস্ত অধ্যক্ষগণ যথা - স্বর্গীয় ভবানীচরণ গুহ, স্বর্গীয় গুরুদাস সেন, স্বর্গীয় অনিলবরণ দাস, স্বর্গীয় চিত্তপ্রিয় রায়, স্বর্গীয় সনৎ ব্যানার্জী, স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ ও ড. অসীম কুমার দে এবং সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষদের সময়ের সভাপতিগণসহ পরিচালন সমিতির সমস্ত সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন সময়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা অধ্যাপকগণ ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুগণ। উল্লেখ্য, কলেজ পরিচালন সমিতি (গভর্নিং বডি)-র শেষ দিকের পাঁচজন সভাপতি যথাক্রমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শম্ভু ঘোষ, স্বর্গীয় ড. সুধীর কুমার রায়, স্বর্গীয় বিনয় দত্ত, শ্রীযুক্ত শক্তিমোহন মালিক এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র

সাঁতরা মহোদয়গণের আমলে (১৯৭৯-২০২৩) এই মহাবিদ্যালয়ের উন্নতি ধারাবাহিকভাবে ক্রমপ্রসারমান। আর সেই সমস্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষগণ, যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানটির কঠিনতম সময়কালে (১৯৭০-১৯৭৯) অর্থাৎ হাইকোর্টের আদেশে যখন আরামবাগের এস.ডি.ও. মহাশয় কলেজের প্রশাসক নিযুক্ত ছিলেন, তখন পঠন-পাঠনের গুরুদায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চরম অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও প্রতিষ্ঠানটির গতিশীলতাকে অনেকটাই ধরে রেখেছিলেন, তাঁদের প্রতি জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম। এঁরা হলেন যথাক্রমে অধ্যাপক পীযূষকান্তি পাল (প্রয়াত), অধ্যাপক সত্যব্রত ভট্টাচার্য, অধ্যাপক দুলালচন্দ্র মাল (বেশিরভাগ সময়েই দায়িত্বে ছিলেন), অধ্যাপক ব্রজেশচন্দ্র দাস (প্রয়াত), অধ্যাপক ড. কমলকৃষ্ণ সরকার (প্রয়াত) ও অধ্যাপক ড. রাধাগোবিন্দ কর। এছাড়া কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে প্রথম দু'মাস (আগষ্ট - সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮) যিনি দক্ষতার সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব সামলেছিলেন, সেই প্রয়াত অনিলবরণ রায়কেও আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

আসলে সময় মানুষকে অনেককিছু শেখায়। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে যুগোপযোগী চিন্তাধারার সঙ্গে মানুষকে মানিয়ে চলতে হয় - তার সমাজ, সংস্কৃতি, ধ্যান-ধারণা সবকিছুই যায় পাল্টে। যা বলতে চাইছি তা হল, ১৯৪৮-এর ১ আগষ্ট এই কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনক্রমে যে আই. এ, আই. এস. সি. ও আই. কম. কোর্স চালু হয়েছিল সমকালীন যুগের প্রেক্ষাপটে, এই এলাকার শিক্ষার ইতিহাসে তা ছিল 'বৈপ্লবিক' ঘটনা। 'বৈপ্লবিক' বললাম এই কারণে যে, যদি ঐ সময় বীজটি প্রোথিত করা না হত, তাহলে আজকের বটবৃক্ষরূপী এই নেতাজী মহাবিদ্যালয়কে আমরা দেখতে পেতাম না। আমাদের চোখে পড়ত না এর আজকের যৌবন ও লাবণ্য। উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠার বারো বছর পর ১৯৬০ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে এই মহাবিদ্যালয় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে আসে এবং পঠন-পাঠন ও পরীক্ষায় উজ্জ্বল ফলাফলের নিরিখে অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরে ধীরে ধীরে এখানে কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগে মোট ২১টি বিষয়ে অনার্স এবং ৩টি বিষয়ে পাসকোর্স চালু হয়েছে। ইতিমধ্যে ২০০৮ সাল থেকে বাংলা বিভাগে এম. এ. পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে, যার পরীক্ষার ফলাফল বেশ উচ্চমানের। সাম্প্রতিককালে 'করোনা'র মতো বিশ্বব্যাপী মহামারী সত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা পাঁচ হাজার। এছাড়াও নেতাজী মহাবিদ্যালয় স্টাডি সেন্টার থেকে নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (NSOU) ও ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (IGNOU)-এর মাধ্যমে Distance Education (দূর-শিক্ষা) পাঠক্রমের সূত্র ধরে সাধারণ প্রচলিত বিষয় (Subject) এবং যুগোপযোগী বিভিন্ন নতুন নতুন বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থাও আছে।

আমাদের কাছে মনে হয়েছে, এই স্মারক গ্রন্থটিতে শুধু এই মহাবিদ্যালয় নয়, স্বাধীনোত্তর পর্বে বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আরামবাগ মহকুমা তথা সংলগ্ন বিস্তৃত অঞ্চলের সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি সুন্দর ও বাস্তবচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এমনকি একবিংশ শতকের প্রথম দুই দশকে ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলিও এতে সমভাবে উপস্থিত, যা পরবর্তীকালে এই অঞ্চলের ইতিহাস চর্চার কাজে লাগতে পারে।

এর সমস্ত কৃতিত্ব মূলত এই কলেজের সেই সমস্ত প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দের, যাঁরা নানা ব্যস্ততার মধ্যেও স্বতন্ত্র চিন্তাধারার ভিত্তিতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা পাঠিয়ে এই স্মারক গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। উল্লেখ্য, এই স্মারকটিতে কেবল তাঁদের লেখাই প্রকাশিত হয়েছে, যাঁরা এই কলেজের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে সম্পর্কযুক্ত। এঁদের সকলকে সম্পাদকমণ্ডলীর তরফ থেকে সাধুবাদ জানাই। সর্বোপরি, কলেজের বর্তমান পরিচালন সমিতির সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, অধ্যক্ষ ড. অসীম কুমার দে, উপাধ্যক্ষ ও পরিচালন সমিতির শিক্ষক প্রতিনিধি ড. বিশ্বনাথ গরাই এবং পরিচালন সমিতির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ যথা ড. তৃপ্তি কুণ্ডু (রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি), ড. বিধান বিশ্বাস (রাজ্য উচ্চশিক্ষা প্রতিনিধি), অধ্যাপিকা সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় (বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি), অধ্যাপক সত্যজিৎ বিশ্বাস (বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি), অধ্যাপক উদয় নন্দী (শিক্ষক প্রতিনিধি), ড. অমিত এস. তিওয়ারি (শিক্ষক প্রতিনিধি) ও শ্রীযুক্ত সুশান্ত কুমার কুণ্ডু (শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি) এই ধরণের একটি মূল্যবান সংকলিত স্মারক গ্রন্থ রচনায় বারবার উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন। এঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। সবচেয়ে ভালো লাগছে এইজন্য যে, এই কাজটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সম্পাদকমণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্য তাঁদের সাধ্যমতো প্রয়োজনীয় সব রকমের সাহায্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে গ্রন্থাগারিক ড. বাসুদেব অধিকারীর নাম উল্লেখের দাবি রাখে। কারণ তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার পাশে থেকে নানাবিধ দায়িত্ব সামলেছেন এমনকি প্রুফ সংশোধনের কাজও করেছেন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে। এছাড়া, অধ্যাপক উদয় নন্দী (ইংরাজী বিভাগ) ও ড. জীবন কুমার পাল (উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগ) তাঁদের সাধ্যমতো প্রুফ সংশোধন ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। এই স্মারকটিতে অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও কলেজের প্রথমদিকের বেশ কিছু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য ফটো এবং ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পালকে লেখা সুভাষচন্দ্র বসুর ও শরৎচন্দ্র বসুর কিছু চিঠির প্রতিলিপি স্থান পেয়েছে সংশ্লিষ্ট অংশে।

পরিশেষে বলি এই স্মারক সংকলনটি (পৃঃ২২৮ থেকে ২৭৪) নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের সার্বিক ইতিহাস (১৯৪৮-২০২৩) তুলে ধরার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, আমাদের অজ্ঞাতসারে ঐ লেখার মধ্যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়তো থেকে যেতে পারে। কারণ এক্ষেত্রে মৌলিক তথ্য ও সমকালীন প্রাক্তন ছাত্রদের স্মৃতিশক্তি ও লেখনীর ওপরেই অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়েছে মৌলিক আকর উপাদানের অপ্রতুলতার দরুণ। তাই ভুল-ভ্রান্তির আশঙ্কাকে ধরে নিয়ে আগে থেকেই মার্জনা চেয়ে নিলাম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সংকলনটিতে যেসব লেখা ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি একান্তভাবেই লেখকদের নিজস্ব। এখন পাঠক পাঠিকাদের গঠনমূলক সমালোচনার প্রত্যাশায় ....।

বাংলা বিভাগ ঃ অতীত - বর্তমান

নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন ১৯৪৮ সাল। জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা বিভাগের সূচনা। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ এই মহাবিদ্যালয়ে ইন্টারমিডিয়েট স্তরে পঠন-পাঠনের অনুমতি ছিল। ১৯৫৭ সালে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্নাতক স্তরে উন্নীত হয়। ১৯৬০ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে, নেতাজী মহাবিদ্যালয় তার অন্তর্ভুক্ত হয়। যদিও বাংলা সাম্মানিক স্তরে পঠন-পাঠন শুরু হয় ১৯৬৩ সালে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নেতাজী মহাবিদ্যালয় এবং বাংলা বিভাগ তার অধীনস্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রূপে বর্তমান। বিশিষ্ট অধ্যাপকদের সাহচর্যে এই বিভাগ সমৃদ্ধ এবং কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের গৌরবে গৌরবান্বিত।

কলজের প্রথম দিকে একজন অধ্যাপক দ্বারা পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া চলত। বিভাগের নিযুক্ত অধ্যাপক ছিলেন নন্দলাল প্রামাণিক। পরবর্তীকালে প্রথিতযশা অধ্যাপকবৃন্দ শিক্ষাদান করে বিভাগকে একটি উন্নত জায়গায় পৌঁছে দিতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৫৫ সালে নন্দলাল প্রামাণিক অন্য কলেজে চলে গেলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন প্রখ্যাত জীবনানন্দ-সমালোচক অধ্যাপক অম্বুজ বসু। উক্ত বছরই দ্বিতীয় পদ সৃষ্টি হলে সেই পদে অভিষিক্ত হন অধ্যাপক রবীন আদক। যিনি একজন আদর্শ অধ্যাপকের পাশাপাশি প্রথিতযশা কবি। পরবর্তী সময়ে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম শূন্যপদ সৃষ্টি হলে সেই পদে যোগদান করেন যথাক্রমে অধ্যাপক মুরারি মোহন মান্না, অধ্যাপক রমাপ্রসাদ ঘোষ এবং অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বীট। ১৯৮৭ সালে অধ্যাপক বীট কলেজ ছেড়ে গেলে, সেই স্থান ১৯৮৮ সালে পূরণ করেন অধ্যাপক অজিত বেরা। সময়ের তালে অধ্যাপক অম্বুজ বসু, অধ্যাপক রমাপ্রসাদ ঘোষ, অধ্যাপক রবীন আদক, অধ্যাপক মুরারি মান্না অবসর গ্রহণ করলে, ১৯৯৫ সালে অধ্যাপিকা সুমিতা রানী দাস, ১৯৯৬ সালে ড. সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৭ সালে ড. অর্চন চট্টোপাধ্যায়, ২০০১ সালে অধ্যাপক প্রদীপ কুমার পাল এবং অধ্যাপিকা অরুণিমা দত্ত চট্টোপাধ্যায় বিভাগে যোগদান করেন। অধ্যাপক অজিত কুমার বেরা কলেজ ছেড়ে চলে গেলে ২০০১ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত অধ্যাপিকা সুমিতা রানী দাস বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন। ২০০৮ সালে ড. সুব্রত চট্টোপাধ্যায় কলেজ ছেড়ে গেলে সেই জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হন অধ্যাপিকা টুনুরানী বেরা। অধ্যাপিকা বেরা ২০১৭ সালে কলেজ ছেড়ে গেলে সেই জায়গায় বিভাগে২০১৯ সালে যোগ দেন অধ্যাপিকা মমতা খাঁ। ২০২১ সালে অধ্যাপিকা অরুণিমা দত্ত চট্টোপাধ্যায় কলেজ ছেড়ে যান। বর্তমানে উপরোক্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকার পাশাপাশি আভা দে, পীযূষ বেরা, রাজকুমার প্রামাণিক, কৃষ্ণচন্দ্র মণ্ডল, ড. সুদীপ্ত নায়েক এবং বিশ্বজিৎ বিশ্বাস যথাযোগ্য দক্ষতার সাথে পাঠদান করে চলেছেন। ড. অর্চন চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে পিএইচ. ডি-র তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করছেন। অধ্যাপক প্রদীপ কুমার পাল এবং অধ্যাপিকা অরুণিমা দত্ত চট্টোপাধ্যায় ইউজিসি কর্তৃক অনুমোদিত মাইনর রিসার্চ

প্রজেক্ট সম্পন্ন করেছেন।

নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ সুদীর্ঘ অতীত থেকে একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী বিভাগ হিসাবে স্বীকৃত। ঐতিহ্যের সেই গৌরব আজও অবিরাম ভাবে চলছে। সেই যাত্রাপথে বাংলা বিভাগে ২০০৮ সালে সংযুক্ত হয় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলার কোর্সের বাংলা স্নাতকোত্তর বিভাগ। প্রতিবছর বিভাগ থেকে শিক্ষামূলক ভ্রমণে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে তথ্য সংগ্রহের প্রাথমিক ধারণা করতে সক্ষম হয়। ২০২৩ সালে বাংলা বিভাগ আয়োজিত পুনর্মিলন উৎসবে রাজ্যের এবং রাজ্যের বাইরে কর্মরত গুণী প্রাক্তনীদের উপস্থিতি বিভাগকে পথ চলার নতুন প্রেরণা দিয়েছে। বিভিন্ন সময় শ্রেণিভিত্তিক এবং বিভাগ ভিত্তিক জাতীয় আলোচনা সভা বিভাগকে সমৃদ্ধতর করে থাকে। বিভাগে পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক পড়াশোনার পাশাপাশি অতিরিক্ত সময়ে আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য, অঙ্কন, ক্যুইজ প্রভৃতি সৃজনমূলক শিক্ষালাভে উৎসাহ দান করা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থী দ্বারা অলঙ্কৃত, লিখিত দেওয়াল পত্রিকা 'সিসৃক্ষা' এবং অনুষ্ঠান-প্রেক্ষাগৃহের অলংকরণসজ্জা বিভাগের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ শিল্প-গৌরবকে বহু গুণে বর্ধিত করেছে। এছাড়াও বিভাগীয় গ্রন্থাগারে প্রাচীনের পাশাপাশি সময়ের তথ্য সমৃদ্ধ বই শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণের বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছে। বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যৌথ সমন্বয়ে বাংলা বিভাগ যেন একটি 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পরিবার' হয়ে উঠেছে।

বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী

১। শ্রীমতী সুমিতা রানি দাস, সহযোগী অধ্যাপিকা

২। ড. অর্চন চট্টোপাধ্যায়, সহযোগী অধ্যাপক

৩। শ্রী প্রদীপ কুমার পাল, সহযোগী অধ্যাপক

৪। শ্রীমতী মমতা খান, সহকারী অধ্যাপিকা

৫। শ্রীমতী আভা দে, স্টেট এডেড কলেজ টিচার

৬। শ্রী পীযূষ বেরা, স্টেট এডেড কলেজ টিচার

৭। শ্রী রাজকুমার প্রামাণিক, স্টেট এডেড কলেজ টিচার

৮। ড. সুদিপ্ত নায়েক, স্টেট এডেড কলেজ টিচার

৯। শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র মণ্ডল, স্টেট এডেড কলেজ টিচার

১০। শ্রী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, স্টেট এডেড কলেজ টিচার

বাংলা বিভাগের
শিক্ষামূলক ভ্রমণ

বাংলা বিভাগের
অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ

শিক্ষামূলক
আলোচনাচক্র

Professors of
Business Administration Department

Students of the Departement Attending Seminar

Students of the Departement during excursion in IIT, Guwahati